ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৯৫০
আগরতলা, ০৩ আগস্ট, ২০১৯

ত্রিপুরার সর্বত্রই ন্যাচারেল গ্যাস সরবরাহ সহজলভ্য করার উপর মুখ্যমন্ত্রীর গুরত্ব আরোপ

ত্রিপুরার সর্বত্রই ন্যাচারেল গ্যাস সরবরাহ সহজলভ্য করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রাজ্যে ন্যাচারেল গ্যাস সরবরাহকৃত সি এন জি করিডোর কিভাবে সম্প্রসারিত করা যায়, ত্রিপুরা ন্যাচারেল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেডের এ সম্পর্কিত রোড ম্যাপ খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এ উপলক্ষে সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে আজ এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ত্রিপুরার সব এলাকায় ন্যাচারেল গ্যাস সহজলভ্য করার জন্য সরকারের যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তা কিভাবে দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায় সেদিকে লক্ষ্য দিতে হবে টি এন জি সি এল-কে। তিনি বলেন, সি এন জি স্টেশনগুলিতে গ্যাস নেওয়ার জন্য অনেক সময়ই যানবাহনের লাইন বড় হয়ে যায়। এই অবস্থার কিভাবে সুরাহা করা যায় তাও দেখতে হবে টি এন জি সি এল-কে। এ সম্পর্কিত আলোচনায় যানবাহনগুলিকে গ্যাস সরবরাহ করার ক্ষেত্রে জোড় বিজোড় পদ্ধতি চালু করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই পদ্ধতিতে কোন মাসের জোড় সংখ্যার তারিখে গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন নম্বরের শেষ সংখ্যা জোড় এমন গাড়ীগুলিকে গ্যাস দেওয়া হবে। আবার বিজোড় সংখ্যার তারিখে গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন নম্বরের শেষ সংখ্যা বিজোড় এমন গাড়ীগুলিকে গ্যাস দেওয়া হবে। যদিও সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্তই এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। বাকী সময়ে এবং রবিবারে জোড়-বিজোড় যেকোন যানবাহনকে গ্যাস দেওয়া হবে। এই জোড়-বিজোড় পদ্ধতি চালু করা হলে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তা সকলকেই জানিয়ে দেওয়া হবে।

এদিনের সভায় টি এন জি সি এল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বি সিনহা টি এন জি সি এল-এর বর্তমান অবস্থা, চলতি বছরের কর্ম-পরিকল্পনা, গোমতী, দক্ষিণ এবং সিপাহীজলা জেলায় প্রস্তাবিত সি এন জি স্টেশন, চলতি বছর থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত কোম্পানীর কাজের রোড ম্যাপ ইত্যাদি বিষয়ের রূপরেখা সম্বলিত প্রজেক্ট 'দিশা' পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। এ সম্পর্কে অনুপুঙ্খ আলোচনা করেন মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু এবং অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক সহ অন্যান্যরা। টি এন জি সি এল'র এম ডি শ্রীসিনহার উপস্থাপন করা তথ্যে দেখা যায় যে, বর্তমানে কোম্পানীর অধীনে রাজ্যে চল্লিশ হাজারের বেশী ডোমেস্টিক গ্রাহক রয়েছেন যাদের বাড়ী বাড়ী পাইপ লাইনে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া পাঁচ শতাধিক কমার্শিয়াল সংযোগ রয়েছে। সি এন জি স্টেশন রয়েছে ৯টি। প্রতিদিন ৪৫ টন সি এন জি বিক্রি হচ্ছে। ৯টি সি এন জি স্টেশনের মধ্যে ৩টি মাদার স্টেশন এবং ৬টি ডটার স্টেশন রয়েছে। উদয়পুর থেকে বিশ্রামগঞ্জ-আগরতলা হয়ে খোয়াই পর্যন্ত ১০৮ কি.মি. সি এন জি করিডোর রয়েছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীসিনহা জানান, চলতি আর্থিক বছরে আরও ৭টি সি এন জি স্টেশন গড়ে তোলা হবে। রাণীরবাজার, জিরানীয়া, বাধারঘাট, মাধববাড়ি, মেলাঘর, সিধাই মোহনপুর, বড়জলায় এই ৭টি সি এন জি স্টেশন গড়ে তোলা হবে। চলতি বছরেই আরও ৪০ কি.মি. এলাকা সি এন জি করিডোর হিসেবে কভার করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই পরিকাঠামো গড়ে উঠলে সি এন জি স্টেশনগুলিতে গ্যাস নেওয়ার জন্য যানবাহনের লাইন অনেকটাই কম হবে বলে তিনি জানান। এদিনের সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান সচিব শশীরঞ্জন কুমার, পরিবহন দপ্তরের প্রধানসচিব এল এইচ ডার্লং, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা কিরণ গিত্যে, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের বিশেষ সচিব শৈলেন্দ্র সিং সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

*****